দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ১৭ JUN 2003
পৃষ্ঠা ৩/৩ কলাম ৫

ফার্মেসী শিক্ষার আরো সম্প্রসারণ করা হবে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ দেশের ফার্মেসী শিক্ষার উন্নয়নে (১৯শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষামন্ত্রী (শেষ পৃঃ পর)

[illegible]ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়ার আশ্বাস দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক বলেছেন, ওষুধ উৎপাদনের ভূমিকার পাশাপাশি দেশের সকল হাসপাতালে দক্ষ ফার্মাসিস্ট নিয়োগ করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, ফার্মেসী শিক্ষাকে আরো যুগোপযোগী ও সম্প্রসারণ করা হবে। গতকাল শনিবার বিয়াম মিলনায়তনে বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত 'ফার্মেসী শিক্ষা : জাতীয় উন্নয়ন' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী ফ্যাকাল্টির ডীন অধ্যাপক চৌধুরী মাহমুদ হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ, ওষুধ প্রশাসনের পরিচালক ডঃ আব্দুল গনি, অন্যান্যের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা নূরুন নাহার রহমান, এভেন্টিসের এমডি ইফতেখারুল ইসলাম, ইনসেপ্টার এমডি আব্দুল মুক্তাদির, ফার্মাসিস্ট ডঃ আসলাম হোসেন, ডঃ মোঃ সেলিম রেজা বক্তব্য রাখেন। সেমিনারে মূল বক্তব্য রাখেন ফার্মেসী সোসাইটির সভাপতি নাসের শাহরিয়ার জাহেদী।

এসএমএ ফায়েজ বলেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মেসী শিক্ষার সুযোগ আরো বাড়ানো দরকার।

অধ্যাপক আব্দুল গনি বলেন, দেশে শিগগিরই যুক্তরাষ্ট্রের এফডিএ-এর আদলে ড্রাগ প্রশাসনে আধুনিকীকরণ করা হবে এবং প্রসাধন সামগ্রী ড্রাগ প্রশাসনের আওতায় আনা হবে।

ইফতেখারুল ইসলাম বলেন, ফার্মাসিস্টদের এখন কাজের পরিধি বাড়ছে। তিনি মানসম্মত প্রসাধন সামগ্রী তৈরীতে ফার্মাসিস্টদের ভূমিকার সুযোগ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

আব্দুল মুক্তাদির বলেন, ২০০৫ সালে আমাদের ওষুধ শিল্পের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ আসছে। এর জন্য গবেষণা ও রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মত বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে ফার্মাসিস্টদের।

মূল প্রবন্ধে নাসের শাহরিয়ার জাহেদী বলেন, ১৯৮২ সালের ড্রাগ পলিসিতে মানসম্মত ওষুধ উৎপাদনে ফার্মাসিস্টদের মুখ্য দায়িত্ব নির্ধারণ করায় দেশের ওষুধশিল্প আজ ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। ওষুধ এখন দ্বিতীয় রপ্তানিশিল্পে পরিণত হওয়ার অপেক্ষায়।

সভাপতির ভাষণে চৌধুরী মাহবুব হাসান বলেন, ফার্মেসী শিক্ষার সম্প্রসারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অব্যাহত থাকবে।